কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ৩১/১২/২০২৪ (পৃষ্ঠাঃ ১১)

নতুন জাতের ধানে নতুন আশা

মঠবাড়িয়া

আঞ্চলিক প্রতিনিধি, পিরোজপুর ▷

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় নতুন উদ্ভাবিত ব্রি-১০৩ জাতের ধানের আবাদে নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উচ্চ ফলনশীল ধানের এই নতুন জাত উদ্ভাবন করেছে, যা অবমুক্তের অপেক্ষায় রয়েছে। নতুন উদ্ভাবিত এ ধানের জাতে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে কম। এ জাতটি বিদ্যমান জাতের তুলনায় বিঘাপ্রতি এক থেকে দুই মণ ফলন বেশি। সম্প্রতি মঠবাড়িয়া উপজেলা কৃষি বিভাগের উদ্যোগে ব্রি-১০৩ জাতের ধানের প্রদর্শনী প্লটে নমুনা শস্য কর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলার তুষখালী ইউনিয়নের জানখালী গ্রামে সম্মিলিত কৃষকের উদ্যোগে গড়ে তোলা প্রদর্শনী প্লটে উৎপন্ন নতুন জাতের ধানের ফসল কর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

মঠবাড়িয়া উপজেলা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, মঠবাড়িয়া দুর্যোগপ্রবণ এলাকা। ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে মাঠের ফসল বিপন্ন হয়। এবার পরীক্ষামূলভাবে উপজেলার জানখালী গ্রামের কৃষকের সম্মিলিত উদ্যোগে দুই একর জমিতে নতুন জাতের ধান ব্রি-১০৩ আবাদ করা হয়। এতে কৃষকরা সফলতা অর্জন করেছেন। ফলে নতুন জাতের ধান নিয়ে কৃষকরা আশার আলো দেখছেন। হেক্টরপ্রতি এ নতুন জাতের ধান ৭.২ টন উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

ব্রি ধান-১০৩-এ আধুনিক উফশী ধানের সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার-আকৃতি ব্রি ধান-৮৭ থেকে ভিন্ন। পূর্ণবয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১২৫ সেন্টিমিটার। এক হাজারটি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৩.৭ গ্রাম। এ ধানের প্রোটিন এবং অ্যামাইলোজের পরিমাণ যথাক্রমে ৮.৩ শতাংশ এবং ২৪ শতাংশ। প্রতি হেক্টরে এ জাতটির গড় ফলন ৬.২ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে প্রতি হেক্টরে ৭.৯৮ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। গড় জীবনকাল ১৩০ দিন (১২৮ থেকে ১৩৩ দিন)। শস্য কর্তনে ব্রি ধান-১০৩ জাতটি উদ্ভাবনের পর থেকে বিভিন্ন পরীক্ষায় হেক্টরপ্রতি সারা দেশের গড় ফলন পাওয়া গেছে ৬.২০ টন।

মঠবাড়িয়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. মনিরুজ্জামান বলেন, 'আমাদের খাদ্যসংকট মোকাবেলায় এ জাতটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।'